আলমডাঙ্গায় পিতার বারংবার বিয়ে, অসহায় সন্তানরা

আলমডাঙ্গার বক্সিপুর গ্রামের ষাটোর্ধ মনিয়া মন্ডল একের পর এক বিয়ে করে পরিবারকে নরকে পরিনত করার অভিযোগ তুলেছে তার পরিবারের সদস্যসহ প্রতিবেশীরা।

তৃতীয় বিয়ে করতে গিয়ে ৪০ বছরের সংসার জীবনের প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেয়ায় গ্রামে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বইছে। এই ঝড় ঠেকাতে মনিয়া মন্ডল ছেলেদের নামে থানায় মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে নাজেহাল করছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

প্রতিবেশীরা জানায়, বক্সিপুর গ্রামের মনিয়া মন্ডল প্রথমে বিয়ে করেন উপজেলার বেলগাছি গ্রামের শুকুর আলীর মেয়ে সাজেদা খাতুনকে। এই সংসারে দুইটি ছেলে ও দুইটি মেয়ে রয়েছে। এদের কারো কারো বিয়ে হয়ে সন্তানাদিও হয়ে গেছে। কিন্ত মনিয়া মন্ডল হুট করে আলমডাঙ্গার কালিদাসপুর ইউনিয়নের মনাকষা গ্রামের কাজলী নামের এক মহিলাকে বিয়ে করে ঘরে তোলেন।

এতে প্রথম পক্ষের চার ছেলে-মেয়ে তীব্র আপত্তি তুলতে থাকেন। তবে কোন বাঁধ মানেননি মনিয়া মন্ডল। তিনি নতুন স্ত্রী কাজলীকে নিয়ে একের পর এক মাঠের জমি বিক্রি করতে শুরু করেন। আর নিঃস্ব হতে থাকেন তার চার ছেলে-মেয়ে। কাজলীকে নিয়ে জমি বিক্রির টাকাই বেশ ভালই চলছিল মনিয়া মন্ডলের। কিন্ত বছর খানেকের মাথায় হঠাৎ করেই কাজলীকে তিনি তালাক দিয়ে দেন।

দ্বিতীয় স্ত্রী কাজলীকে তালাক দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি। প্রায় একই সাথে ৪০ বছরের সংসার জীবনের প্রথম স্ত্রী সাজেদাকেও এবার তালাক দিয়ে দেন। এরপর মাস তিনেকের মাথায় বলা নেই কওয়া নেই দুর্লভপুর গ্রামের কালুর মেয়ে পারুলাকে বিয়ে করে ঘরে তোলেন। এবার রীতিমত পাড়া-মহল্লায় হৈচৈ পড়ে যায়।

মনিয়া মন্ডলের ছেলে রইছ উদ্দিন বলেন, বাবা অকারনেই বারেবার বিয়ে করেন এতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্ত আমাদের মাঠে ৭ বিঘা জমি ছিল বাবার বারবার বিয়ে করার কারণে সব শেষ হয়ে গেছে। এখন কেবল বাড়ির জমিটুকু আছে। তাও বিক্রি করার পায়তারা চলছে। বাবার কারণেই আমরা নানা অভাব-অনটনে দিন কাটাচ্ছি। আবার আমাদের নামেই থানায় মিথ্যা

অভিযোগ দিয়ে হয়রানি করছেন বাবা।

আলমডাঙ্গায় আন্তজেলা মোটর চোরচক্রের আরেক সদস্য রফিকুল আটক

আলমডাঙ্গার চাঞ্চল্যকর আন্তজেলা শ্যালোমেশিনের মোটর চোরচক্রের আরেক সক্রিয় সদস্য রফিকুলকে আটক করেছে পুলিশ। শুক্রবার দিনগত রাতে বড় বোয়ালিয়া গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটক রফিকুল ইসলাম আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের বড় বোয়ালিয়া গ্রামের ফটিক মন্ডলের ছেলে। রফিকুল আন্তজেলা মোটর চোরচক্রের একজন সক্রিয় সদস্য।

মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা থানার এসআই সিদ্ধার্থ জানান, হারদী ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের মাঠ থেকে হঠাৎ করে শ্যালোমেশিনের মোটর চুরির হিড়িক পড়ে যায়। কেশবপুরের মাঠ থেকে ৬ টি মোটর চুরির সময় আন্তজেলা চোরচক্রের দুইজনকে আটক করা হয়। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদে রফিকুলের জড়িত থাকার কথা জানা যায়।

জানা গেছে, গত ৩০ জুন রাতে কেশবপুর মাঠ থেকে ৬ টি মোটর চুরি করে পালিয়ে যাওয়ার সময় গ্রামবাসী দুইজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

আটক দুইজন হল কুষ্টিয়ার খোকসার আব্দুল মান্নানের ছেলে ইমরুল ও কুষ্টিয়ার আল্লাহর দরগার তাজপুরের হায়াত আলীর ছেলে সেলিম। পুলিশ এই দুইজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে স্থানীয় চোরও মোটর চুরির সাথে জড়িত রয়েছে।

দর্শনা থেকে ২৪ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানার জয়নগর মাঠে অভিযান চালিয়ে ৩৪ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করেছে বিজিবি।

গতকাল শনিবার ভোর ৪টার দিকে দর্শনা বিওপির টহল কমান্ডার নায়েক মো: আব্দুর রাজ্জাক সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে এ অভিযান পরিচালনা করেন।

উদ্ধারকৃত ফেন্সিডিলের মুল্য আনুমানিক ১৪ হাজার টাকা। পরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জমা করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় দ্বিতীয় বিয়ে করায় ছেলে-মেয়েদের হাতে মার খেল পিতা

বিয়ের ৪০ বছর পর স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করার ঘটনায় ছেলে-মেয়েদের হাতে পিতার মার খাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শনিবার (৪ জুলাই) দুপুরে বক্সিপুর গ্রামে ওই ঘটনা ঘটে।

মারপিটের শিকার আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নের বক্সিপুর গ্রামের মনিয়া মন্ডল জানান, প্রায় ৪০ বছর আগে উপজেলার বেলগাছি গ্রামের শুকুর আলীর মেয়ে সাজেদা খাতুনের সাথে তার বিয়ে হয়। তাদের সংসারে ২ ছেলে ও ২ মেয়ে রয়েছে।

তারা সবাই বড় হয়ে গেছে। কিন্ত স্ত্রী সাজেদা খাতুনের সাথে তার বনিবনা না হওয়ায় তাকে তালাক দিয়ে পারুলা খাতুনকে বিয়ে করি। এ নিয়ে ছেলে-মেয়েদের সাথে তার সম্পর্ক ভাল যাচ্ছিল না।

গতকাল দুপুরে মনিয়া মন্ডল বাড়ি থেকে বের হলে তার ছেলে রইছ, শাহীন, মেয়ে পারভিনা ও নাতিছেলে রনি তাকে বেদম মারপিঠ করে।

লাঠি দিয়ে পিটিয়ে তাকে মারাত্মক আহত করে। বাধা দিতে এলে দ্বিতীয় স্ত্রী পারুলা খাতুনকেও মারপিঠ করা হয়।

আলমডাঙ্গায় গাঁজার গাছসহ গাঁজা চাষী আটক

আলমডাঙ্গার এনায়েতপুর বাড়াদি গ্রাম থেকে ৭ ফুট উচ্চতার ৬ টি গাঁজার গাছসহ নুর আলী নামের এক গাঁজা চাষিকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার (৪ জুলাই) নুর আলীকে তার বাড়ি থেকে আটক কার হয়।

নুর আলী আলমডাঙ্গার এনায়েতপুর বাড়াদি গ্রামের ফজলেক আলী মন্ডলের ছেলে। তার নামে থানায় মাদক নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

থানার এসআই আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, আটক নুর আলী তার জমিতে অন্য ফসলের আড়ালে গাঁজার চাষ করে আসছিল। খবর পেয়ে তার জমিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ সময় ৬ টি ৭ ফুট উচ্চতার গাঁজার গাছসহ নুর আলীকে আটক কার হয়। তার নামে মামলা দায়ের হয়েছে।

নাটুদাহ চন্দ্রবাসের সাংবাদিক সালামকে নিয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদাহ ইউনিয়নের চন্দ্রবাস গ্রামের বছিরের ছেলে সাংবাদিক সালামকে নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত

হয়েছে একই গ্রামের সুরাতের ছেলে আশাদুল।

সালাম জানান, সে ও তার ভাই মিলে ৬ শতক জমির উপর বসবাস করে আসছে।সেখানে তাদের কে অবৈধভাবে উচ্ছেদ করতে উঠে পড়ে লেগেছে আশাদুল।সে নানান সময়ে নানান ভাবে তাকে হুমকি ধামকিও অব্যাহত রেখেছে।

সালাম আরো জানান তিনি চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। যে কোন সময় আশাদুল তার বড় ধরনের ক্ষতি করতে পারে। এ বিষয়ে তিনি দামুড়হুদা মডেল থানায় আশাদুলের বিরুদ্ধে জিডির প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানা গেছে।

কোটচাঁদপুরে অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগে নারীসহ দু’জন আটক

অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকায় ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর শহরের একটি বাসা থেকে একনারী সহ কথিত এক সাংবাদিককে আটক করেছে বে-রসিক জনতা। পরে তাদেরকে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হয়।

শুক্রবার সন্ধ্যায় শহরের দুধসারা চাষাপাড়া এলাকার একটি বাসা থেকে পুলিশ তাদেরকে আটক করে।

পুলিশ জানায়, পৌর শহরের দুধসারা এলাকায় একটি বাসায় অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকায় স্থানীয় জনগণ এক নারীসহ একজনকে পাকড়াও করে। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে কালিগঞ্জ উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা গ্রামের ইসমাইল হোসেনের ছেলে সোহরাব হোসেন (৩২) ও একই উপজেলার কাশিপুর গ্রামের জৈনকের ২০ বছর বয়স্ক মেয়েকে আটক করে।

পুলিশ জানায় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাারা অসামাজিক কার্যাকলাপে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে শনিবার (০৪ জুলাই) কোটচাঁদপুর থানায় নন এফআইআর প্রসিকিউশন নং-১২/২০২০ তারিখঃ ০৪-

০৭-২০২০ ইং ধারা- ২৯০ পেনাল কোডে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

প্রসঙ্গগত গ্রেফতার হওয়া সোহরাব হোসেন নিজেকে বিভিন্ন পত্রিকা ও অন-লাইনের সাংবাদিক হিসাবে পরিচয় দিয়ে থাকেন। অভিযোগ আছে মাদক সেবনকারী ও ব্যবসায়ীদের সাথে সক্ষতার। এমনকি বিভিন্ন সময়ে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে মাদক সেবন ও বহন করে থাকে।

নাটুদাহ চন্দ্রবাসে জমি নিয়ে মারামারি: মুক্তিযোদ্ধার সন্তান সহ ১০ জনের নামে মামলা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদাহ ইউনিয়নের চন্দ্রবাস গ্রামে জমি নিয়ে মারামারির ঘটনা ঘটেছে।

এ ঘটনায় মুক্তিযোদ্ধার সন্তান সহ ১০ জনের নামে মামলা করার ঘটনা ঘটেছে। জানা গেছে চন্দ্রবাস গ্রামের ঝন্টুর ওয়ারিশ রফিক, বেল্টু, শফিক, ফারুক, ইখলাস, আরজিনা, রোজিন, শাহিদার কাছে ৪ কাঠা জমি কেনেন চন্দ্রবাস গ্রামের তাহের ও রবিউল।

কিন্তু এ জমিটি ফজলুল হকের ছেলে পল্টুর ইন্ধনে কালাম জোরপূর্বক দখল করে রাখে। গত বুধবার বিকাল ৫ টার দিকে তাহের ও রবিউল মিলে তাদের টিনের ছাপড়াটা উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে সড়াতে গেলে মওলা ডালনাড়ার ছেলে কালাম, বজলু, নেছা ডালনাড়ার ছেলে আতিয়ার, মতিয়ার, ঝন্টুর ছেলে ফারুক, লাল্টু, ইখলাস ও হাশেম নামের এক ব্যাক্তি এসে মারধর শুরু করলে উভয়পক্ষে মারামারি বেঁধে যায়। মারামারি করে ফিরোজের ছেলে নুরইসলাম, জামলার ছেলে আছমত সহ পল্টু গ্রুপের কয়েকজনও আহত হয়।

এ ঘটনায় পল্টু গ্রুপের লোকজন বীরমুক্তিযোদ্ধা মৃত ইউনুস শেখের ছেলে ইউসুফ, ওম্বরের ছেলে টিক্কা, আয়ুব আলী, ইকতার, হাতেম শেখের ছেলে ফিদু শেখ, ইছাহকের ছেলে তরিকুল,ওয়াজের ছেলে শুকুর আলী, আজিজুলের পিতে সাইফুল, জমাতের ছেলে আমিনুল,আকের আলীর ছেলে বগার

নামে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা করে।

এ ঘটনায় ৪ জন আসামিকে আটক করে দামুড়হুদা মডেল থানায় সোর্পদ করে নাটুদাহ পুলিশ ফাঁড়ি।

বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নিতে ও ভুক্তভোগী দুই পরিবার তাদের কেনা প্রাপ্য ৪ কাঠা জমি যেন দখল পাই সেজন্য চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলামের সুদৃষ্টি কামনা করেছে এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।

জীবননগরে প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় ঘরে আগুন, থানাই অভিযোগ

দীর্ঘদীন যাবত পরস্ত্রীকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েও তার প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে রাতে আঁধারে চার সন্তানের জনকের ঐ পরস্ত্রীর ঘরে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ঘটনাটি ঘটেছে জীবননগর উপজেলা ৬নং রায়পুর ইউনিয়নের মারুফদা গ্রামে। গত ২শরা জুলাই এ ঘটনা ঘটে বলে জানাযায় ।

জানাযায়, জীবননগর উপজেলা রায়পুর ইউনিয়নের মারুফদা গ্রামের মুনতাজ হোসেনের ছেলে চার সন্তানের জনক ভুট্রো (৫০) মিয়ার কু- দৃষ্টি পড়ে একই গ্রামের স্কুলপাড়াই বসবাসকারী সোহেল রানার স্ত্রী অন্তরা খাতুনের দিকে । তারপর থেকে অন্তরা খাতুনকে ভুট্রো মিয়া বিভিন্ন ভাবে প্রস্তাব দিতে থাকে ।

ভুট্রোর প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় গত ২রা জুলাই রাতে ম্বামী সোহেল রানা বাড়িতে না থাকার বিষয়টি বুঝতে পেরে লম্পট ভট্রো রাতে আঁধারে ঘরের জানালা দিয়ে পাটকাটিতে করে আগুন ধরিয়ে ঘরের জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরে ছুড়ে মারে এ সময় ঘরের ভিতরে থাকা অন্তারা খাতুন এবং তার সাথে থাকা তারিই ভাসুরের মেয়ে বিষয়টি টের পেয়ে সাথে সাথে প্রাণ বাঁচাতে কোন ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন পরে

বাড়ির সকলে এবং পাড়া প্রতিবেশীরা মিলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

কিন্তু ঘরের মধ্যে থাকা গরু বিক্রির নগদ এক লক্ষ টাকা সহ প্রায় দুই লক্ষ টাকার মালামাল পুড়ে ছায় হয়ে যায় বলে এমনটি জানান ভুক্তভোগী পরিবার এবং ঐ সময় উপস্থিত ঐ মহল্লার বাসিন্দা আলাউদ্দিনের ছেলে নিজাম, হাসেমের ছেলে রিদয় এবং মৃত সৈয়দ সরকারের ছেলে হাসান আলী সরকার। অন্তরা খাতুন জানান আমার স্বামী বাহিরে চাকুরি করে তাই আমি আমার শশুর বাড়িতেই একাই বসবাসকরি।

আমার স্বামী বাড়িতে না থাকাই সুযোগ বুঝে লম্পট ভুট্রো আমাকে দীর্ঘদিন ধরে কু প্রস্তাব দিয়ে আসছিল এমনকি বলতো আমি তার প্রস্তাবে রাজি না হলে আমাকে প্রাণে মেরে ফেলবে। তাই আমি আমার প্রাণ বাঁচাতে ও মান সম্মানের ভয়ে বিষয়টি এতদিন কাউকেই জানাতে পারিনি। শেষমেশ সে আমাকে মেরে ফেলার জন্য এই প্লান করেন।

এদিকে ঘটনাটি ঘটার পরে ভুট্রো এলাকা থেকে শটকে পড়াই এবং তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোন বন্ধ থাকাই তার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত অন্তরা খাতুন গতকাল সকালে নিজেই জীবননগর থানাই উপস্থিত হয়ে উক্ত ঘটনাটি তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করে জীবননগর থানার অফিসার্স ইনচার্জ সাইফুল ইসলামের বরাবর একটা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বলে জানাযায়।

ঘটনাটি এলাকাই জানাজানি হলে গ্রামের সকলেই উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত দোষী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত মূলোক শাস্তির দাবি জানান।

আলমডাঙ্গার ওসমানপুর-প্রাগপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় যেন একটি স্বপ্নপুরী

এক সময় শিশু শিক্ষার্থীদের কাছে তাদের বিদ্যালয় ছিল একটি আতংকের নাম। ভয়ে ভয়ে শিশু শিক্ষার্থীরা স্কুলে যেত। শিক্ষক ক্লাশ রুমে

ঢুকলেই ভয়ে তাদের শরীর হিম হয়ে যেত। ঝরে যেত অনেক শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন। এখন সময় বদলেছে। আগের সেই ভীতিকর বিদ্যালয় আর নাই। এখন বিদ্যালয় হয়ে উঠেছে শিশু শিক্ষার্থীদের কাছে একটি আনন্দের নাম। বাচ্চাদের মন ও মননে আকর্ষনীয় করে তুলতে রঙিন ঝলমলে করে তোলা হয়েছে একেকটি স্কুল।

এভাবেই রঙিন সাজে সাজিয়ে তোলা হয়েছে আলমডাঙ্গার ওসমানপুর-প্রাগপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে। এ যেন শিশুদের জন্য একটা স্বপ্নপুরী। স্কুলের দেয়ালে দেয়ালে শিল্পীর রং তুলির আঁচড়ে আহবান জানানো হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। শ্রেনী কক্ষের দেয়ালে দেয়ালে ফুঁটে উঠেছে শিশুদের মননশীলতার বিকাশে নানান রঙিন অংকন। সবই ছবি কিন্ত শিশুদের জন্য অনেক রঙিন।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক আশরাফুল আলম জানান, বিদ্যালয়কে শিক্ষার্থীদের কাছে আনন্দমুখর একটি জায়গা হিসেবে গড়ে তুলতেই এই ব্যবস্থা। শিক্ষার্থীরা যাতে আনন্দ নিয়ে সকাল হলেই স্কুলে আসার জন্য প্রস্তত হয়ে পড়ে।

স্কুলের সভাপতি জিল্লুর রহমান বলেন, বাচ্চাদের কাছে আকর্ষনীয় করে তুলতে স্কুলকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। বাচ্চারাও আনন্দ নিয়ে স্কুলে আসবে। এখন তাদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা শিক্ষকদের দায়িত্ব।